## ১৪.৫ নতুন সামরিক কৌশল ঃ লং মার্চ ও পার্টি নেতৃত্বে মাও সে-তুং

ইতিমধ্যে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে মাও-বিরোধী গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে মাও সে-তুং-এর সম্পর্ক তিক্ততর হয়।

মাও সে-তুং, চু-তে এবং চেন-ই-এর কর্মপদ্ধতি কমিন্টার্ন, মস্কো ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কখনোই অনুমোদন করেনি। কিন্তু শহরাঞ্চলে অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা বারংবার ব্যর্থ হওয়া এবং গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা রক্ষা করার ব্যাপারে লাল ফৌজের সাফল্য মাও-নির্দেশিত পন্থাই যে সঠিক তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছিল। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রাধান্য বিস্তারকারী মস্কোপন্থী "বলশেভিক" গোষ্ঠী তাঁদের মাও-বিরোধী অবস্থান পরিত্যাগ করেননি।

কেন্দ্রীয় কমিটির অসহযোগিতার ফলে কিয়াংসির শ্রমিক ও কৃষকের গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে চিয়াং-এর পঞ্চম আক্রমণ প্রতিরোধ করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলা সত্ত্বেও লাল ফৌজের পক্ষে শত্রুর বেষ্টনী ভেঙে ফেলা সম্ভব হয়নি। তবে এক বছরের বেশি সময় ধরে তাঁরা প্রতিরোধ বজায় রেখেছিলেন। চিয়াং কাই-শেক সেই সময় ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালির পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। উপরন্তু তাঁর বাহিনী উন্নততর অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত ছিল।

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মাও সে-তুং বিরোধিতা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছিল। ঐ বছরের জুলাই মাসে পূর্বোক্ত ২৮ জন "বলশেভিক"-এর ষড়যন্ত্রে এবং কমিন্টার্নের নির্দেশে মাও সম্পূর্ণ ক্ষমতাচ্যুত হন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে পার্টির সভায় মাওয়ের আসা নিষিদ্ধ হয়। জুইচিন থেকে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থানে মাও সে-তুং-কে গৃহবন্দী করে রাখা হয়।

মাও সে-তুং যখন গৃহবন্দী তখনও কুয়োমিনটাং বাহিনী কিয়াংসির সোভিয়েত এলাকাকে বেষ্টিত করে রেখেছিল। সেইসময় লালফৌজ মাও-এর গেরিলা পদ্ধতি পরিত্যাগ করে কমিন্টার্নের জনৈক সামরিক পরামর্শদাতা অটো ব্রাউন ওরফে লি-তে-র নির্দেশ অনুযায়ী অন্য পদ্ধতিতে লড়াই করতে গিয়ে প্রচণ্ড মার খায়। সোভিয়েত এলাকাগুলিতে কমিউনিস্টরা প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মাও সে-তুং গৃহবন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পান। মুক্তি পেয়ে মাও দেখেন যে, চিয়াং-এর বাহিনী লাল ফৌজকে বেষ্টিত করে রেখেছে। এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় ছিল লাল ফৌজের সামরিক কৌশলের আমূল পরিবর্তন। মাও সে-তুং তাই করলেন। তাঁর নির্দেশে লাল ফৌজের একটা বিরাট অংশ কিয়াংসির বিপ্লবী ঘাঁটি ত্যাগ করে শত্রুর অবরোধ ভেঙে ফেলে বেরিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিয়াংসির সোভিয়েত মাও সে-তুং, চু-তে এবং চেন-ই-র ওপর শত্রুপক্ষের বেড়াজালের গোপন কোন রন্ধ্রপথ অনুসন্ধান করার

দায়িত্ব দেন। কিছুদিনের মধ্যেই গোপন রন্ধ্রপথ খুঁজে পাওয়া গেল। কুয়োমিন-টাং বাহিনীর সম্পূর্ণ অগোচরে প্রায় ৯০ হাজার সৈনিকের লাল ফৌজ কুয়োমিন-টাং বেড়াজালের ঐ গোপন পথ ধরে অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে যান এবং উত্তর কিয়াংসি ছেড়ে দক্ষিণ কিয়াংসির দিকে যাত্রা করেন। কিছু গেরিলা সৈন্য থেকে গেল চিয়াং-এর বাহিনী লাল ফৌজের পিছু ধাওয়া করলে তাদের বাধা দেবার জন্য। এইভাবে লাল ফৌজের প্রতিটি সৈন্য দক্ষিণ কিয়াংসির উ-তু গ্রামে এসে উপস্থিত হন। এইখানেই মাও সে-তুং তাঁর বিখ্যাত লং মার্চের কথা ঘোষণা করেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর মাও সে-তুং এবং চু-তে-র নেতৃত্বে লাল ফৌজ প্রায় ৬ হাজার মাইল দীর্ঘ পথ ধরে লং মার্চ শুরু করে।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে লাল ফৌজ কোয়াং টং, হুনান, কোয়াংসি প্রদেশ অতিক্রম করে কিয়াও চাও প্রদেশের জুন্যি অঞ্চলে উপস্থিত হয়। সেখানে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি বর্ধিত সভা আহ্বান করা হয়। ঐ সভায় মাও সে-তুং তাঁর পার্টি কর্মীদের কাছে তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার কথা যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করেন। অধিকাংশ পার্টি কর্মীই মাও-এর বক্তব্যে নিঃসন্দেহ হন যে, তাঁর নির্দেশিত পথই চীনা বিপ্লবকে সফল করার ক্ষেত্রে সঠিক পথ এবং তাঁরা মাও সে-তুং-কে অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। এই সভা মাও সে-তুং, চৌ এন-লাই এবং ওয়াং কিয়া শিয়াংকে নিয়ে একটি 'মিলিটারি কম্যান্ড গ্রুপ' তৈরি করে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে মাও সে-তুং-এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে কমিন্টার্নপন্থী "বলশেভিকদের" তথাকথিত "বাম" লাইনের অবসান ঘটে।

জুন্যির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, জাপানকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে লাল ফৌজ তার উত্তরমুখী অভিযান চালিয়ে যাবে। সেই মত লাল ফৌজ উত্তর দিকে এগিয়ে চলল। পথে কুয়োমিনটাং বাহিনীর আক্রমণ সাময়িকভাবে তাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করেছিল। কিন্তু লাল ফৌজ পথে ৪১১টি কুয়োমিনটাং রেজিমেন্টকে পরাজিত করে। দুর্গম রাস্তা অতিক্রম করে তারা এগোতে থাকে। উ চিয়াং নদী, সোনালী বালুর নদী (চিং সা), দ্রাডু নদী ও বিরাট বরফের পাহাড় তাদের অগ্রগতি রোধ করতে পারেনি। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে লাল ফৌজ দুর্গম উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের শেন্‌সি প্রদেশে এসে উপস্থিত হয়। সেখানেই এই দীর্ঘ লং মার্চের অবসান হয়েছিল। মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বাধীন লাল ফৌজ লং মার্চ করার সময় ২৫,০০০ লি (৬,০০০ মাইল) রাস্তা, ১১টি প্রদেশ, ১৮টি গিরিশ্রেণী এবং ২৪টি নদী অতিক্রম করে শেন্‌সি প্রদেশে এসে উপস্থিত হয়েছিল এবং প্রায় ১

বছর ধরে এই লং মার্চ চলেছিল। সর্বদেশের সর্বকালের সামরিক ইতিহাসে এই ধরনের কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত প্রায় বিরল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্গম রাস্তা এবং চিয়াং-এর বাহিনীর আক্রমণের ফলে লাল ফৌজের প্রচুর সদস্য নিহত হন। ৯০ হাজার সৈন্য নিয়ে কিয়াংসি থেকে মাও তাঁর অভিযান আরম্ভ করেছিলেন। লাল ফৌজ যখন শেন্‌সি পৌঁছায় তখন সৈন্যসংখ্যা ছিল ২০ হাজার। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে হো লং-এর বাহিনী (দ্বিতীয় ফ্রন্ট) এবং চু-তের বাহিনী শেন্‌সি এসে উপস্থিত হয় এবং কেন্দ্রীয় লালফৌজের সাথে যোগদান করে। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ইয়েনানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই নজীরবিহীন লং মার্চ শেষ করার পর লাল ফৌজের যে সমস্ত সদস্য জীবিত ছিলেন তাঁদের নিয়ে মাও সে তুং ইয়েনানে সম্পূর্ণভাবে রুশ প্রভাবমুক্ত একটি দুর্ধর্ষ পার্টি ও সেনাবাহিনী গড়ে তুললেন। এইভাবে মস্কো ও কমিন্টার্নের চূড়ান্ত বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে মাও সে-তুং ঐতিহাসিক লং মার্চের মধ্য দিয়ে নিজেকে চীনা কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা হিসাবে প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। লং মার্চকে সফল করে তুলে মাও ও তাঁর সাথীরা অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করেছিলেন। তা সত্ত্বেও মস্কো তাঁকে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি। তবে কিছুদিনের মধ্যেই সোভিয়েত রাশিয়া নিজের ভ্রান্তি সংশোধন করে এবং ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি মাও সে-তুং-এর প্রাপ্য সম্মান স্বীকার করে নেয়। ইম্যানুয়েল সু প্রমুখ ঐতিহাসিক চীনা কমিউনিস্ট পার্টিতে মাও সে তুং-এর নেতৃত্বকে যথাযথভাবে স্বীকৃতি দেবার ক্ষেত্রে দেরী করার ব্যাপারে সরাসরি স্ট্যালিনকে দায়ী করেছেন। তবে এক্ষেত্রে একটা কথা স্ট্যালিনের স্বপক্ষে বলা যেতে পারে যে, চীনে উপস্থিত কমিন্টার্ন নেতাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই রুশ কমিউনিস্ট পার্টি চীনের ক্ষেত্রে তাদের নীতি নির্ধারণ করেছিল। ঐ প্রতিবেদনের গলদ বা চীনা পার্টির অভ্যন্তরীণ বিষয় স্ট্যালিনের একার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। তবে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতা হিসাবে স্ট্যালিনের কিছু দায়িত্ব থেকেই যায়।